২ জানুয়ারি ২০১৫

জাতীয় সমাজসেবা দিবস

সমাজসেবার দিন বদলে
এগিয়ে যাবো সমান তালে

সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

দিন বদলে সমাজসেবা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অন্যতম। এ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর দেশের দুস্থ, দরিদ্র, এতিম, বয়স্ক, বিধবা, বিপন্ন শিশু, প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কল্যাণ, অধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। ১৯৬১ সাল থেকে শুরু করে এ অবধি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজসেবা অধিদফতরের রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। সমাজ দর্শন এবং উন্নয়ন কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিশাল কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত সমাজকর্মীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে সমাজসেবা ভবন উদ্বোধনলগ্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ জানুয়ারিকে 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস' ঘোষণা করেন। গত ৪ জুন ২০১২ তারিখের মন্ত্রিসভা বৈঠকে জানুয়ারি মাসের ২ তারিখকে 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস' ঘোষণাপূর্বক দিবসটিকে 'খ' ক্যাটাগরি হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। এ দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে সমাজসেবার কর্মসূচিতে এসেছে নতুন গতি ও প্রাণের সঞ্চার এবং সমাজকর্মীগণ হয়েছে উজ্জীবিত। এ বারের জাতীয় সমাজসেবা দিবসের প্রতিপাদ্য-

সমাজসেবার দিন বদলে,
এগিয়ে যাবো সমান তালে

❖ সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল কাঠামো:

সমাজসেবা অধিদফতরের বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে মহাপরিচালকের নেতৃত্বে রয়েছেন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), পরিচালক (কার্যক্রম) ও পরিচালক (প্রতিষ্ঠান)। কর্মসূচি সুষ্ঠু ও সফল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে ১১,৭২৩ টি অনুমোদিত পদের মধ্যে নিয়োজিত রয়েছেন ১০,২৬১ জন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা ও কর্মচারি। অন্য পদসমূহ পূরণের প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

❖ জনবলের তথ্যচিত্র:

শ্রেণি	অনুমোদিত পদ			পূরণকৃত পদ		
	রাজস্ব	অস্থায়ী রাজস্ব	মোট	রাজস্ব	অস্থায়ী রাজস্ব	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	৯৩৭	১৮৮	১১২৫	৬১৯	১০৬	৭২৫
২য় শ্রেণির কর্মকর্তা	১৬৬	৭৭	২৪৩	১০৩	৩০	১৩৩
৩য় শ্রেণির কর্মচারী	৫৪৪৬	৬৬৩	৬১০৯	৪৭৯৩	৬৩৩	৫৪২৬
৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	২৫০২	১৭৪৪	৪২৪৬	২০০৭	১৯৭০	৩৯৭৭
সর্বমোট :	৯০৫১	২৬৭২	১১৭২৩	৭৫২২	২৭৩৯	১০২৬১

❖ দারিদ্র নিরসন কর্মসূচি:

বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে দরিদ্রতা প্রধান অন্তরায়। দারিদ্র নিরসনকল্পে সমাজসেবা অধিদফতর নিম্নোক্ত ৫(পাঁচ)টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

● **পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম :** পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে ১৯৭৪ সালে ১৯টি থানায় পাইলট প্রকল্প চালু করা হয়। বর্তমানে দেশের প্রতিটি উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিসহ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রত্যেককে ৫,০০০ থেকে ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির মূলধনের পরিমাণ ৩০৫ কোটি ৩৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং সুফলভোগীর সংখ্যা ২৪ লক্ষ ১৫ হাজার।

● **পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রম :** পল্লী এলাকার দরিদ্র নারীদের বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ১৯৭৫ সাল থেকে বিশ্ব ব্যাংক ও জিওবি'র অর্থায়নে এ কর্মসূচি বস্তবায়ন শুরু হয়। বর্তমানে দেশের ৬৪ টি জেলার ৩১৮ টি উপজেলায় এ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এ কর্মসূচির মূলধনের পরিমাণ ৩৯ কোটি ৮০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। কর্মসূচির আওতায় সুফলভোগীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯৬০।

● **শহর সমাজসেবা (UCD) কার্যক্রম :** ১৯৫৫ সালে Dhaka Urban Community Development প্রকল্পের আওতায় ঢাকার কায়েতটুলিতে প্রথম এ কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে শহর এলাকায় বসবাসরত স্বল্প আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার শহর এলাকায় ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কর্মসূচির মূলধনের পরিমাণ ৩০ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। এ কর্মসূচির আওতায় সুফলভোগীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৯৪০।

● **এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম :** এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও তাদের সক্ষমতাভিত্তিক উপার্জনমুখী কাজে সুদমুক্ত ঋণ/অনুদান প্রদান করে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ২০০২-২০০৩ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। দেশের প্রতিটি উপজেলা ও ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জনপ্রতি ৫,০০০ হতে ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচিতে তহবিলের পরিমাণ ৮২ কোটি ২২ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। এ পর্যন্ত সুফলভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৫০।

● আশ্রয়ণ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ঋণ কর্মসূচি : আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসরত পল্লী এলাকার দরিদ্র ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবারকে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে পুনর্বাসন করাই এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য। সমাজসেবা অধিদফতর দেশের ৫৭টি জেলার ১৮১টি উপজেলায় কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচিতে তহবিলের পরিমাণ ২০ কোটি ৭৩ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। এ কর্মসূচির আওতায় সুফলভোগীর সংখ্যা ৬১ হাজার ৮৭৪।

❖ সামাজিক নিরাপত্তামূলক ভাতা কর্মসূচি :

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি অন্যতম সফল কর্মসূচি। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে বয়স্কভাতা, ১৯৯৮ সালে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাকে ভাতা, ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা এবং ২০০৭-২০০৮ অর্থবছর হতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়। এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। কর্মসূচির স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে ভাতাভোগীর নিজ নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে এবং ভাতাভোগীদের ডাটাবেইজ প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

কর্মসূচির নাম	ভাতাভোগীর সংখ্যা (লক্ষজন)	জনপ্রতি ভাতা/উপবৃত্তি (টাকায়)	২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
বয়স্ক ভাতা	২৭.২২৫	৪০০ টাকা	১৩০৬.৮০
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাভাতা	১০.১২	৪০০ টাকা	৪৮৫.৭৬
অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	৪.০০	৫০০ টাকা	২৪০.৪০
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	.৫০	প্রা:স্তর-৩০০, মাধ্য:স্তর-৪৫০, উ:মাধ্য: স্তর-৬০০ ও উচ্চ:স্তর-১০০০ টাকা	২৫.৫৬

❖ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নমূলক/ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা/চা শ্রমিক/ভিক্ষাবৃত্তি নিরসণ কর্মসূচি :

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন হিজড়া, বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ২টি পৃথক কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

● হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন : ২০১২-২০১৩ মেয়াদকালে হিজড়া জনগোষ্ঠিকে প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তরের উদ্দেশ্য এ কর্মসূচি শুরু হয়। পাইলট হিসেবে দেশের ৭ টি জেলা যথাক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, খুলনা, বগুড়া ও সিলেট জেলায় কর্মসূচি পরিচালিত হয়। বর্ণিত বছরে এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৪ স্তরে ১৩৫ জন হিজড়া শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ১৮ বছর বা তদুর্ধ্ব ৩৫০ জন হিজড়াকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২১ জেলায় বাস্তবায়িত এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৭৬২ জন হিজড়া শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি, ১৮ বয়স উর্ধ্ব ১০৭১ জনকে মাসিক ৩০০ টাকা হারে ভাতা এবং ৯৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পূর্বের ২১ টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

● বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি : ২০১২-২০১৩ মেয়াদকালে বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে তাদের জীবনমান সাধারণের পর্যায়ে উন্নীত করার নিমিত্ত এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়। পাইলট হিসেবে দেশের ৭টি জেলা যথাক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, যশোর, নওগাঁ ও হবিগঞ্জ জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৪ স্তরে ৮৭৫ জন দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব ২১০০ জন বেদে, দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীর মাঝে মাসিক ৩০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২১ জেলায় বাস্তবায়িত এ কর্মসূচির আওতায় ২৮৭৭ জন শিক্ষার্থীকে ৪ স্তরে উপবৃত্তি, ১০৫০ জনকে প্রশিক্ষণ এবং ১০৫০০ জনকে মাসিক ৩০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পূর্বের ২১ টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

● ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি : ক্যান্সার, কিডনী এবং লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত গরীব রোগীদের সহায়তায় দেশব্যাপী এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত গরীব রোগীদেরকে এককালীন ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করে রোগীকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনাই এ কর্মসূচির লক্ষ্য। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৮২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকার মাধ্যমে ৫৬১ জন দরিদ্র রোগী ও ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৯৯৮ জন রোগীকে এককালীন ৫০ হাজার টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ কর্মসূচি দেশব্যাপি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

● **চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন :** চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানকল্পে তাদের আপদকালীন সময়ে খাদ্য সহায়তা প্রদান, পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির নিমিত্ত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় মৌলভীবাজার জেলার সদর ও রাজনগর উপজেলার ১৯৪০ জন চাশ্রমিকের মধ্যে জনপ্রতি ৫০০০ টাকা হারে ৯৭ লক্ষ টাকার খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কাজ চলমান। পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হবে।

● **ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থান :** ঢাকা মহানগরীকে ভিক্ষুকমুক্তকরণ এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিতদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ২০১০ সালে কর্মসূচিটি গ্রহণ করা হয়। ২০১১ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনভূক্ত ১০টি জোনে জরিপ করে ১০,০০০ (দশ হাজার) জন ভিক্ষুকের আর্থসামাজিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। জরিপকৃতদের মধ্য হতে পাইলটিং পর্যায়ে ময়মনসিংহ জেলায় ৩৭ জন ও জামালপুর জেলায় ২৯ জন ভিক্ষুককে রিক্শা, ভ্যান ও ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার পুঁজি হিসেবে মূলধন প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়। বর্তমানে ঢাকা মহানগরীর ৬ (ছয়)টি জোনকে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ভিক্ষুকমুক্ত করার কাজ চলমান। এ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হলে ভিক্ষাবৃত্তিতে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হবে এবং পর্যায়ক্রমে নতুন নতুন এলাকাকে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণা করার মাধ্যমে ঢাকা শহরকে ভিক্ষুক মুক্ত করাও সহজ হবে।

❖ **শিশু-কিশোর কল্যাণ বিষয়ক কার্যক্রম :**

সমাজসেবা অধিদফতর শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশ, এতিম, ঝুঁকিপূর্ণ এবং পরিত্যক্ত শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনকল্পে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

● **সরকারি শিশু পরিবার :**

পিতৃহীন অথবা পিতৃমাতৃহীন শিশুদের লালনপালন, তাদের মধ্যে দায়িত্ব ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টি, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদনসহ শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দেশে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবার পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে ৪৩টি ছেলেদের, ৪১টি মেয়েদের এবং ১টি মিশ্র শিশু পরিবার রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ১০,৩০০ এবং মোট পুনর্বাসনের সংখ্যা ৫৪,৮৪৫। বিশেষভাবে উল্লেখ্য ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি'তে ৫ জন, জেএসসি'তে ৩০ জন ও পিএসসি'তে ৬০ জনসহ মোট ৯৫ জন নিবাসী জিপিএ-৫ পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত এস.এস.সি পরীক্ষায় ২৫ জন নিবাসী জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়।

● **ছোটমণি নিবাস (বেবী হোম) :** পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন ০-৭ বছর বয়সী পরিত্যক্ত শিশুদের মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেণ, খেলাধুলা ও সাধারণ শিক্ষার জন্য দেশের ৬টি জেলায় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা ও বরিশাল) ৬টি ছোটমণি নিবাস চালু রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ৬০০ এবং শিশু পরিবারে স্থানান্তরের মাধ্যমে এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের সংখ্যা ১০৯০।

● **দিবাকালীন শিশুযত্ন কেন্দ্র :**

নিম্ন আয়ের কর্মজীবি মহিলাদের ৫-৯ বছর বয়সের শিশু সন্তানদের মায়ের অনুপস্থিতিতে মাতৃস্নেহে লালন পালন, নিরাপত্তা, শিক্ষা, খেলাধূলার সুযোগসহ ঢাকার আজিমপুরে এ কেন্দ্রটি পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ৫০ এবং এ পর্যন্ত সুফলভোগীর সংখ্যা ৮,২৭৭।

● **দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র :**

৬-১৮ বছর বয়সের দুস্থ শিশুদের সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করার উদ্দেশ্যে ৩টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। গাজীপুরের কোণাবাড়ী ও চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার কেন্দ্র ২টি ছেলেদের এবং গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ার কেন্দ্রটি মেয়েদের জন্য পরিচালিত। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ৭৫০ এবং এ পর্যন্ত সামাজিক ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসনের সংখ্যা ৪,৪৩৭। বিশেষভাবে উল্লেখ্য ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত এস.এস.সি পরীক্ষায় ১ জন নিবাসী জিপিএ-৫ পেয়ে উন্নীত হয়েছে।

● **বেসরকারি এতিমখানা ক্যাপিটেশন গ্রান্ট :**

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত বেসরকারি এতিমখানায় ন্যূনতম ১০(দশ) জন এতিম অবস্থানকৃত প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০% এতিমের লালন পালনের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হয়।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৩,৪৪১টি বেসরকারি এতিমখানায় ৬২,০০০ জন নিবাসীকে ভরণপোষণের জন্য মাসিক ১০০০ টাকা হারে অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্রান্ট) প্রদান করা হচ্ছে। বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৭৪.৪০ কোটি টাকা।

● **Child Sensitive Social Protection in Bangladesh (CSPB):**

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় এ অধিদফতর কর্তৃক ইউনিসেফ-এর সহায়তায় 'চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম জানুয়ারি ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে ২০টি UNDAFভুক্ত জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। পথশিশুদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Drop In

Center (DIC), Emergency Night Shelter (ENS), Child Friendly Space (CFS) এবং Open Air School (OAS) কার্যক্রম এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪৬,০৭০ জন বিপদাপন্ন শিশুকে সামাজিক সুরক্ষা ও পারিবারিক একিকরণ এবং ৪২৯৮ জন শিশুকে শর্তযুক্ত অর্থসহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা : 'আমাদের শিশু' মডেল অনুযায়ী সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও রংপুর জেলার বিভিন্ন চা বাগানের পিতৃ-মাতৃহীন ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুসহ ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সাভার রানা প্লাজা ধ্বংসে নিহত ব্যক্তির পরিবারের ১৩৩ জন শিশুসহ মোট ৪,৫৮৯ জন শিশুকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

Child Helpline-১০৯৮ : সিএসপিবি প্রকল্পের সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে পুরাতন ঢাকা'র ৮ টি থানায় বিপদাপন্ন দুস্থ ও অসহায় শিশুদের জন্য Child Helpline কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ যাবৎ মোট ১২,৪৪৬ জন বিপদাপন্ন দুস্থ ও অসহায় শিশুকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়েছে।

Transformation of Institutional Care : এ প্রকল্পের মাধ্যমে নয়টি প্রতিষ্ঠানে Pilot কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক সেবার জন্য Minimum Standard of Care অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের সেবার মান উন্নয়ন, সেবাদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রতিটি শিশুর জন্য কেস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি গ্রহণ, শিশুদের জীবন দক্ষতা উন্নয়ন এবং উপযুক্ত শিশুদের পরিবারে অথবা সমাজে পুনঃএকত্রীকরণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), ভোলা ও কক্সবাজার, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, যশোর, মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, সিলেট এবং সহযোগী সংস্থার একটি ড্রপ-ইন সেন্টারে কেস ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেজ-এর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

চাইল্ড প্রটেকশন নেটওয়ার্ক ও সক্ষমতা বৃদ্ধি : শিশু সংবেদনশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে UNDAF ভুক্ত ২ জেলা ও নির্বাচিত উপজেলাসমূহে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রধান করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'চাইল্ড প্রটেকশন নেটওয়ার্ক' কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত এ পর্যন্ত ১৯৪৩ জন সমাজকর্মীকে ২ সপ্তাহের মৌলিক সমাজসেবা (BSST) এবং ১২৫৭ জন সমাজকর্মীকে ৪ সপ্তাহের পেশাগত সমাজসেবা (PSST) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- **সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (SCAR) :**

বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় এ প্রকল্পটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুর মনোসামাজিক সুরাসহ সামাজিক সেবার পরিসর বৃদ্ধি, ব্যবহার ও মান উন্নয়নের মাধ্যমে শিশুদের অধিকারসমূহ নিশ্চিত করাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০০৯ হতে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্পের মূল কার্যক্রম আরডিপিপি অনুমোদনের পর ২০১২ সালে শুরু হয়। প্রকল্পটির ১ম অংশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের প্রদত্ত সেবার পরিমাণ ও মান বৃদ্ধি এবং ২য় অংশে এ মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ।

০৭টি বিভাগীয় শহরে শেখ রাসেল ঝুঁকিপূর্ণ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের (এসআরটিআরসিসিআর) ০৭টি এসআরটিআরসিসিআর সেন্টারে আসন সংখ্যা ১৪০০ (প্রতিটিতে ১০০ বালক ও ১০০ বালিকা)। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় এ যাবত ৩২১৫ জন (ছেলে ১৬২৯ ও মেয়ে ১৫৮৬) শিশুকে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান ও ২১৫১ জন (ছেলে শিশু ১১০৬ ও মেয়ে শিশু ৯৪৫) শিশুকে পরিবারে পুনঃএকীকরণ করা হয়েছে।

❖ **সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম :**

- **কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র :**

পারিবারিক অশান্তি, কঠোর শাসন, অবহেলা, সঙ্গদোষ, বিনোদন ও আধুনিক শিক্ষার অভাব এবং আগ্নেয়াস্ত্র ও মাদক দ্রব্যের সহজলভ্যতা তথা সামাজিক অবক্ষয়ের শিকারসহ নানা কারণে পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানদের সংশোধনকল্পে ৩টি কেন্দ্রে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে ১টি ও যশোর জেলার পুলেরহাটে ১টি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র এবং কোণাবাড়ী, গাজীপুরে ১টি কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র। প্রতিটি কেন্দ্রে ১টি করে কিশোর আদালত রয়েছে এবং এ আদালতে **'শিশু আইন ২০১৩'** প্রয়োগ করে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট মাধ্যমে বিচার কার্য সম্পাদিত হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ৬০০ এবং আদালত কর্তৃক মুক্তির মাধ্যমে এ পর্যন্ত সামাজিক ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসনের সংখ্যা ১৯,১৫৫।

- **সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র :**

ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে নিবাসীদের খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত ৬ (ছয়) টি সরকারী আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রগুলো **"ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি(পুনর্বাসন) আইন-২০১১"** এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ১,৯০০ এবং এ পর্যন্ত সামাজিক ও পারিবারিকভাবে (কর্মসংস্থান, বিবাহ ইত্যাদি) পুনর্বাসনের সংখ্যা ৫১,২৪৯।

- **সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র :**

পথভ্রষ্ট, অনৈতিক ও অসামাজিক পেশায় নিয়োজিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য ৬ বিভাগে ৬টি সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ৬০০ এবং মোট পুনর্বাসনের সংখ্যা ৯৫৯ জন।

- **মহিলা ও শিশুকিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফহোম) :**

থানা/কারাগারে আটক মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের ভরণপোষণ, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় সেফ হোমের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়াও ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রটি নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ৩০০ এবং আদালত কর্তৃক মুক্তির মাধ্যমে এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের সংখ্যা ৭,১৭০ জন।

- **প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস :**

প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস একটি অন্যতম সমাজভিত্তিক অপরাধ সংশোধনমূলক কার্যক্রম। প্রথমবারের অপরাধী ও লঘু অপরাধে দন্ডিত অথবা বিচারাধীন অপরাধীদের জেলখানায় না রেখে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে কেস ওয়ার্ক, সংশোধন, সামাজিকীকরণ ও অন্যান্য আইনসংগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ১৯৬০ সালে দ্যা **প্রবেশন অফ অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স (সংশোধিত)** এর আওতায় পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে ৭২ টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে শিশু আইন ২০১৩ এর ৫(৩) ধারা মোতাবেক সকল উপজেলা সমাজসেবা অফিসারকে প্রবেশনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রবেশনে মুক্তি ১৩,৩৭৭ জন এবং আফটার কেয়ার সেবা প্রদান করা হয়েছে ৮১,৬৬০ জনকে।

❖ প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রম :

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদের জীবনমান উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। সমাজসেবা অধিদফতর বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষায় এবং তাদের পুনর্বাসনকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

❖ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রম :

- **সমন্বিত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম :**

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের সাধারণ স্কুলের চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সাথে একই পরিবেশ ও পাঠ্যক্রমে আওতায় শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে কার্যক্রম শুরু হয়। দেশের ৬৪ জেলায় ৬৪টি সাধারণ স্কুলে ৬৪০ টি আসনের মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উপকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১১৬২। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষায় ৩ জন নিবাসী এবং ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় ২ জন নিবাসী জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

- **সরকারি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয় :**

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৬২ সাল থেকে ৫টি আবাসিক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। আসন সংখ্যা ৩৪০ এবং উপকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২,৫৬২। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত পিএসসি পরীক্ষায় ১ জন নিবাসী গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

- **মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান :**

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের লালন পালন ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের মধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার রউফাবাদে এ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানের শিশু নিবাসীদের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণসহ ফিজিওথেরাপি, স্পীচথেরাপি ও সাইকোথেরাপি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। আসন সংখ্যা ৭৫ এবং এ পর্যন্ত সামাজিক ও পারিবারিকভাবে উপকৃতের সংখ্যা ১০৯।

- **দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রঃ**

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সাল থেকে টঙ্গীতে এ কেন্দ্রটি পরিচালিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণার্থীকে ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা হারে অনুদান প্রদান করা হয়। আসন সংখ্যা ৫০ এবং এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের সংখ্যা ৭১৭।

- **সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয় :**

১৯৬২ সালে বিভাগীয় শহরে স্থাপিত ৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের আওতায় ৪টি এবং ফরিদপুর, চাঁদপুর ও সিলেট জেলায় ৩টি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। আসন সংখ্যা ৬২০ এবং উপকৃত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ৫,২২৩।

- **শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কেন্দ্র :**

১৯৭৮ সালে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, বাক-শ্রবণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রকার কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণার্থীকে ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা হারে অনুদান প্রদান করা হয়। আসন সংখ্যা ৮৫ এবং প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন সংখ্যা ১৮১০।

- **শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রামীন পুনর্বাসন উপকেন্দ্র :**

বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রকার কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে এ উপকেন্দ্রটি চালু করা হয়। আসন সংখ্যা ৩০ এবং এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন সংখ্যা ৩৩৯।

- **মিনারেল /ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট :**

প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় টঙ্গীস্থ ইআরসিপিএইচ কেন্দ্রে একটি মিনারেল/ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। অত্যাধুনিক মেশিন রিভার্স ওসমোসিস পদ্ধতিতে দৈনিক ৫০০০ টিার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এ প্লান্টের মাধ্যমে বোতলজাতকৃত পানি মিনারেল ওয়াটার/ড্রিংকিং ওয়াটার নামে বাজারজাত করা হচ্ছে। এ প্লান্টের আয় শুধুমাত্র প্রতিবন্ধীদের কল্যাণার্থে ব্যয় করা হয়।

- **ব্রেইল প্রেস :** দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য টঙ্গীস্থ ইআরসিপিএইচ কেন্দ্রে স্থাপিত ব্রেইল প্রেসের মাধ্যমে মুদ্রিত পুস্তক বিনামূল্যে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়।

- **কৃত্রিম অংগ উৎপাদন কেন্দ্র :** টঙ্গীস্থ ইআরসিপিএইচ কেন্দ্রে স্থাপিত এ কেন্দ্রে উৎপাদিত কৃত্রিম অংগ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে/হ্রাসকৃতমূল্যে সরবরাহ করা হয়।

- **প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র :** টঙ্গীস্থ ইআরসিপিএইচ কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় স্থাপিত মৈত্রী শিল্প কেন্দ্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাধ্যমে প্লাস্টিক সামগ্রী যেমন: বালতি, জগ, মগ, বদনা, গ্লাস, হ্যাঙ্গার উৎপাদন করা হয়।

❖ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ :

'প্রতিবন্ধী জরিপে অংশ নিন, দিন বদলের সুযোগ দিন' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পরিবার/ব্যক্তির সংখ্যা নির্ধারণ, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ, তাদের নিবন্ধন, পরিচয়পত্র প্রদান ও database প্রস্তুত করে এ সংক্রান্ত তথ্য সকল প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ব্যবহার উপযোগীকরণ এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পে তাদের লক্ষ্যভুক্ত করে কৌশল নির্ধারণ করাই এ কর্মসূচি উদ্দেশ্য। এই কর্মসূচির আওতায় ৬৪ জন মাস্টার ট্রেইনার, ৩,৬৬৩ জন তথ্য সংগ্রহকারী, ৫৯০ জন ডাক্তার/কনসালট্যান্ট এবং ৫৭৬ জন ডাটা এন্ট্রি, ছবি ধারণ ও তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া ১১৬২ জনকে সফটওয়্যার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ৫৬৫ টি উপজেলা/ইউসিতির আওতায় ৫২৪৭ ইউনিটে জরিপভুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংখ্যা ১৮,০৩,৪৫৬ এবং ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ১৪,৫৫,২০৫।

❖ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন :

- **জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র :** সমাজসেবা অধিদফতরে কর্মরত সকল শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মাধ্যমে ১৯৮৪ সাল থেকে ১১,২০৫ জন কর্মকর্তাকে বুনিয়াদীসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ৬ বিভাগে ৬টি (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ১১,৬৫২ জন বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- **মহিলাদের আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র :** ১৯৭৩ সালে নিম্নবৃত্ত ও মধ্যবৃত্ত পরিবারের মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ঢাকার মিরপুর ও রংপুরের শালবনে ২টি কেন্দ্র চালু করা হয়। বর্তমানে কেন্দ্র ২টিতে প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা ১৭৪ জন এবং এ পর্যন্ত পুনর্বাসেন সংখ্যা ১৬৭৬২।

- **দুস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র :** ১৯৭৮ সালে গাজীপুর জেলার টঙ্গীর দত্তপাড়াস্থ বাস্তহারা পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসকারী গৃহহীন ও ভূমিহীন বেকারদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কেন্দ্রটি চালু হয়। কেন্দ্রটিতে আসন সংখ্যা ৫০টি। এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের সংখ্যা ৬২৩।

❖ অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রম:

- **হাসপাতাল/চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যক্রম :**

হাসপাতালে চিকিৎসারত রোগীদের চিকিৎস সেবা প্রদান এবং সেবা প্রদানে প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ৯৫ টি সরকারি হাসপাতাল/মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও ৪১৯ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে রোগী কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে এ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে বাৎসরিক থোক বরাদ্দ এবং দান-অনুদানের মাধ্যমে এ সেবা দেয়া হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ঔষধ, রক্ত, বস্ত্র, ক্রাচ, হুইল চেয়ার, কৃত্রিম অংগ ইত্যাদির মাধ্যমে উপকৃত রোগীর সংখ্যা ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮৪০।

❖ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম :

- **স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম :**

সমাজসেবা অধিদফতর এ কার্যক্রমের আওতায় স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ৪৬ নং) মোতাবেক এ পর্যন্ত ৬২,৪৫৭ টি সংস্থা নিবন্ধন প্রদান করেছে। উল্লেখ্য বর্তমানে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক নিবন্ধন প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে সংস্থার নিবন্ধন ফি ৫,০০০ টাকা।

❖ সরকারি ও বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বের উন্নয়ন প্রকল্প :

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে এপর্যন্ত ৯৪টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। যারমধ্যে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বের ৪৬টি প্রকল্প রয়েছে। একনেক প্রণীত নীতিমালার আলোকে মেট্রোপলিটন এলাকায় সরকারের সর্বোচ্চ ৬০% এবং সংস্থার অন্যূন ৪০%, মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে সরকারের সর্বোচ্চ ৮০% এবং সংস্থার অন্যূন ২০% অবদান রাখার বিধান রয়েছে। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুর মনোসামাজিক সুরক্ষাসহ বিশেষ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা এবং ৩০% দরিদ্র ব্যক্তিদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিতকল্পে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের তথ্য :

- বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির অধিভুক্ত সংস্থার সাথে ১১টি প্রকল্প
- ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের সাথে ৪টি প্রকল্প (ঢাকা-তিনটি, সিলেট একটি)
- ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালের সাথে মোট ৩টি প্রকল্প
- বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধকল্যাণ সমিতির সাথে মোট ৪টি প্রকল্প
- জাতীয় বধির সংস্থার সাথে ২টি প্রকল্প
- ইন্সটিটিউট অব চাইল্ড হেলথের সাথে ২টি প্রকল্প
- আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল, প্লট # ৩, সেক্টর ১০, উত্তরা, ঢাকা-২টি
- বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, আগারগাঁও, ঢাকা
- ওজিএসবি হাসপাতাল ও ইন্সটিটিউট অব রিপ্রোডাকটিভ এন্ড চাইল্ড হেলথ, প্লট # ৬/১, সেকশন-১৭, মিরপুর, ঢাকা
- ইন্সটিটিউট অব অটিস্টিক চিল্ড্রেন, ওল্ড হোম এন্ড টিএন মাদার চাইল্ড হসপিটাল, চান্দুলিয়া, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা
- শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এন্ড নার্সিং কলেজ নির্মাণ(১ম পর্যায়), তেতুইবাড়ী, কাশিমপুর, গাজীপুর সদর
- এক্সপানসন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াশ এট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
- দিনাজপুর হার্ট ফাউন্ডেশন স্থাপন
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ৩৭টি হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প
- এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলে মেয়েদের জন্য ৬টি বিভাগে ৬টি কারিগরি কেন্দ্র স্থাপন
- সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প, ফরিদপুর

❖ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক প্রণীত আইন ও নীতিমালা :

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ প্রনয়ন ;
- 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ প্রনয়ন ;
- শিশু আইন ২০১৩ প্রণয়ন ;
- ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন-২০১১ প্রণয়ন ;
- 'সমাজসেবা অধিদফতর গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন ;
- পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩
- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১' যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১১ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- বয়স্কভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন ;
- অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন;
- বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন ;
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন ;
- পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন ;
- শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা প্রণয়ন ;
- এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা প্রণয়ন ;
- প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়;
- ছোটমনি নিবাস ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৩;
- সরকারি শিশু পরিবার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০২
- সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০০২;
- বেসরকারি এতিমখানা ক্যাপিটেশন গ্রান্ট বরাদ্দ ও বন্টন নীতিমালা ২০০৯

❖ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং ই-সেবা প্রদানে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি :

- আইসিটি কার্যক্রমের আওতায় সকল প্রতিষ্ঠান/কার্যালয়ে কম্পিউটার, ডিজিট্যাল ক্যামেরা, প্রিন্টার ও মডেমসহ ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিতকরণ;
- সমাজসেবা অধিদফতরের নিজস্ব ডোমেইনভুক্ত ই-মেইল একাউন্ট ব্যবহার;
- অফিস অটোমেশনে ডিজিটাল নথি নম্বর চালুসহ বাংলা ইউনিকোড ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সমাজসেবা অধিদফতরে আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- এটুআই কর্মসূচির আওতায় ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল ফ্রেম ওয়ার্কের আঙ্গিকে সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবসাইট পুনর্গঠনের কার্যক্রম শেষ পর্যায়;
- কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্ভূদ্ধ সমস্যা পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে নিরসনে সমাজসেবা ফেইজবুক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ের সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষণের জন্য Disability Information System Software তৈরি করা হয়েছে।
- সিএসপিবি প্রকল্পের আওতায় দুস্থ শিশুদের জন্য Database Software প্রস্তুতকরণ;
- স্কার প্রকল্পের আওতায় একটি সমন্বিত Management Information System প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান;
- জনপ্রশাসন কাজের গতিশীলতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের ইনোভেশন টিম গঠন।

সম্পাদনায়: মোহাম্মদ সাইদুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর
ফোন: ৮৮০ ০২ ৯১৩১৯৬৬, ফ্যাক্স: ৮৮০ ০২ ৯১৩৮৩৭৫ ওয়েব: www.dss.gov.bd
সহযোগিতায় : সমাজসেবা কার্যালয়-৪, ঝিলগাঁও, ঢাকা।